2nd Sem. C - 3, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয় ঃ

মহাভারতের রচনাকাল।

Scanned with CamScanner

মহাভারতের রচনাকাল :

আগেই বলেছি, আদি মহাকাব্যগুলির রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ এগুলিতে যুগ-যুগান্তরের একাধিক কবির রচনা মিশে থাকে এবং একাধিক যুগের জীবনচর্যার প্রতিফলন হয়। সেসব মিশ্র উপাদান বিশ্লেষণ করে এগুলির রচনাকাল নির্ণয় করতে গেলে তাই নানা মুনির নানা মত শোনা যায়।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন, মহাভারতের মূল কাহিনীটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের এই মত আমাদের দেশেরও অধিকাংশ পণ্ডিত স্বীকার করে নিয়েছেন। ম্যাক্‌ডোনেল্ বলেছেন, কুরু ও পাঞ্চাল নামে দুই প্রতিবেশী উপজাতির মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেইটাই এই কাব্যের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধরূপে বৃহৎ আকারে চিত্রিত হয়েছে। এই যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেছেন, গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ভরতবংশীয় দুই বিরোধী

Scanned with CamScanner

পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা-ই হল মূল মহাভারতের উপজীব্য।

সে যাই হোক, এখন একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছিল। মহাভারতের কাব্যকাহিনী নিশ্চয়ই তার আগে রচিত হয়নি। তাহলে মহাভারতের মূল কাহিনী রচনার সূত্রপাত খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর পরেই কোনো সময়ে হয়েছিল। তারপরে যুগে যুগে বহু কবির হাতে এই কাহিনী পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হতে থাকে। সূতকবিরা এই কাব্য-কাহিনী রাজসভায় যখন গাইতেন, তখন তাঁরাও এর অংশবিশেষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করতেন। পরে ব্যাসদেব এইসব কাব্যকাহিনীকে সংগ্রথিত করে মূল কাব্যটি মোটামুটিভাবে রচনা করেন।

মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রের কিছু কিছু পূর্ব-ইতিহাস ভারতীয় সাহিত্যে বহু প্রাচীনকাল থেকে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে 'ভরত' নামে এক যুদ্ধপ্রিয় উপজাতির উল্লেখ পাই। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরতের উল্লেখ আছে। এই ভরতেরই উত্তরপুরুষ হলেন মহাভারতের দুই মূল বিরোধী পক্ষ। মহাভারত রচনার অনেক আগেই ভরতবংশীয় নৃপতিদের কাহিনী এদেশে প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীকালে পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্যে' কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর আগে অবশ্য আশ্বলায়নের 'গৃহ্যসূত্রে' এবং বৈয়াকরণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে 'মহাভারত' শব্দটির উল্লেখ আছে। মনে হয়, পাণিনির সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) মহাভারতের মূল কাব্যরূপটি গড়ে উঠেছিল। তখনো অবশ্য এর আকৃতি বর্তমান আকৃতির এক-চতুর্থাংশের সমান ছিল।

Scanned with CamScanner

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ভূমিদান বিষয়ক কতকগুলি লেখমালায় বর্তমান মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বের বহু শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। এ থেকে মনে করা যেতে পারে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের আগেই মহাভারতের বর্তমান রূপটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'রামায়ণ-মহাভারতের পূর্ণ রূপটি এমন প্রচারিত হয়েছিল যে, তা ভারতের সীমা ছাড়িয়ে কম্বোডিয়াতে গিয়ে পৌঁছেছিল। কম্বোডিয়াতে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রত্নলেখ থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে। এসব প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছু আগেই বর্তমান মহাভারতের লক্ষশ্লোকী পূর্ণাঙ্গ রূপটি গড়ে উঠেছিল। তাহ'লে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কাহিনী রচনার সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীর পরে, আর তার মূল কাঠামোটি রচিত হয় পাণিনির (খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম শতাব্দী) কাছাকাছি সময়ে এবং তার শেষ পূর্ণাঙ্গ রূপটি গড়ে উঠে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন মহাভারতের কাব্যরূপটি দানা বাঁধতে আরম্ভ করে রামায়ণের আগে এবং তার শেষরূপটি গড়ে উঠে রামায়ণেরও পরে।

Scanned with CamScanner